IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

দক্ষিণ বঙ্গে ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা

Subhajit Hazra

Abstract- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে অনন্য ঘটনা হল ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতছাড়ো আন্দোলন। এই আন্দোলন গান্ধিজীর নেতৃত্বে আহ্বান করা হলেও অচিরেই যখন অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তখন স্থানীয় নেতারাই পরিচালনা করেছিলেন। যদিও তৎকালীন সময়ে উপরতলার নেতৃবর্গরা ছিল জেলে। গোটা ভারতবর্ষে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে যার প্রভাব পড়ে বাংলায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মেদিনীপুর, কোলকাতা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম। এর মধ্যে কমবেশী আন্দোলনের তীব্রতা ছিল চোখে পড়ার মতো। এছাড়া পূর্ববঙ্গ এও ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেও আন্দোলনটিকে ত্বরান্বিত করে, এই আন্দোলনে নারী, ছাত্র, হিন্দু, মুসলিম জনতা অংশগ্রহণ করে শ্রমিকরাও ধর্মঘট চালায়। কাজেই বাংলায় এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। তবে, এই আন্দোলন ছিল গান্ধীর অপর আন্দোলন গুলির থেকে ব্যাপক ও সর্বাত্মক। জনগণ যেকোনো ধরণের ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল। ব্রিটিশ প্রশাসকদের মতে এই আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারকে বুঝিয়ে দেয় ভারতবর্ষে তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

Keywords- কংগ্রেস, নদীয়া, কোলকাতা, ক্রিপসমিশন, মেদিনীপুর, তাম্রলিপ্ত।

ভূমিকা– ভারত তথা বাংলার ইতিহাসে ভারতছাড়ো আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে, ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ শুরু, প্রভৃতি নানা ঘটনাবলী এর পিছনে সর্বোপরি দায়ী ছিল। এর ফলে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনও হয় ব্রিটিশ সরকারের নীতিতে পরিবর্তন আনে। ফলে, ভারতকে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধরত দেশ হিসেবে গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকার- তাও আবার ভারতবর্ষের কোনো নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা না করেই। কংগ্রেস পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, যুদ্ধের ব্যাপারে তারা সাহায্য করবে যদি সরকার যুদ্ধোত্তর পর্বে স্বাধীনতা দানের অঙ্গীকার ও অবিলম্বে কেন্দ্রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে। কিন্তু ১৪ অক্টোবর লিনলিথগো প্রস্তাব এসব ধারে কাছেও ছিল না। ফলে, প্রতিবাদে ১৯৩৯ খ্রী:- ২৯ থেকে ৩০ অক্টোবর মধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলি ইস্তফার ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। এই দিনটিকে জিন্না মুক্তি দিবস হিসাবে পালিত করলেন। দলিত নেতা আম্বেদকর তা সমর্থন করেন। এদিকে, ১৯৪০ সালে লিনলিথগো কিছু প্রস্তাব দেন যে, ভবিষ্যতে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস এর মর্যাদা দেওয়া হবে। যুদ্ধোত্তর পর্বে ভারতীয়দের নেওয়ার জন্য ভাইসয়রের কার্যকরী পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি করা হবে। ইতিমধ্যে

জাপান দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে দ্রুত অগ্রসর হয়। এর ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়। গান্ধি ব্রিটিশ সরকার এর উদ্দেশ্যে পরামর্শ দেন যে, ভারতবাসীর ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করবে। তিনি ব্রিটিশ সরকার কে ভারতছাড়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁর কথা কানে তুললই না। এদিকে জাপান এপ্রিল মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে কলম্বোয় বোমা ফেলে। এর পরে বিশাখাপত্তনম, কোকনাদেও জাপানী বোমা পড়ে। এমত অবস্থায় ব্রিটেনে পট পরিবর্তন হয়, চার্চিল দায়িত্ব নেন ও তিনি ১৯৪২ মার্চ এপ্রিল মাসের মধ্যে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসকে সভাপতি করে ভারতবর্ষে পাঠান। ক্রিপস ভারতের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্থিত হন যে, যুদ্ধান্তে ভারত ও পাকিস্তান দুই পৃথক ডোমিনিয়ন এর প্রস্তাব দিলেও পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার প্রস্তাব ছিল না। এইজন্য এটি ব্যর্থ হয়। জওহরলাল নেহেরুর মতে, "I remember that when I read those proposals for the first time I was profoundly depressed, and that depression was largely due to the fact that I had expected something more substantial from sir Stafford Cripps as well as from the critical situation that had arisen. The more I read those proposals and considered their many implications, the greater was my feeling 0f depression.... and circumscribed in such a way as to imperil our future." [১] জাতীয় কংগ্রেস, মুসলীম লীগ সহ বিভিন্ন দলগুলি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে ফলে এইটি ব্যর্থ হল। অন্যদিকে চার্চিলও চাইছিলেন যে ভারতবর্ষ এর স্বাধীনতা ব্যাপারে উদাসীন থাকতে।

এদিকে ক্রিপস মিশন এর ব্যর্থতা, ব্রিটিশ সরকারের ভারতের স্বাধীনতার প্রতি অনমনীয় মনোভাব ক্রমেই ভারতীয় জনগণকে হতাশায় পরিণত করে। অন্যদিকে জিনিসপত্রের দাম হুহু বাড়তে থাকে যুদ্ধের পরিবেশে, এমতাবস্থায় গান্ধি পৃথক ভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক নিয়ে নেতৃবর্গরা তার সঙ্গে আলোচনা চালাতে থাকেন। ১৯৪২ খ্রী: এর মে মাসে গান্ধি লেখেন "ভগবানের হাতে ভারতকে ছেড়ে দাও"□ গান্ধি দলকে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন, এবং বলেন- "আমার জীবনের বৃহৎত্তম লড়াই"□ ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট মধ্যরাতে বোম্বাইতে AICC "ভারতছাড়ো" প্রস্তাব গ্রহণ করে। গান্ধি দেশবাসীকে 'Do or Die' মন্ত্রে উবুদ্ধ করে তোলেন। এদিকে ভারতছাড়ো আন্দোলনের ঘোষণা মাত্রই ৯ই আগষ্ট জাতীয় কংগ্রেস এর নেতৃবৃন্দরা সবাই গ্রেফতার হলেন। এর ফলে জাতীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হলেও জনগণই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব তুলে নেন। বিভিন্ন জায়গায় অভ্যুত্থান চলল। তার প্রভাব এসে পড়ল বাংলায়।

বাংলায় একের পর এক জেলাতে জাতীয় নেতৃবর্গ এর গ্রেফতার এর খবর শুনে অভ্যুত্থান দেখা দিল। এদের মধ্যে বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, কোলকাতার জেলাগুলি এবং উত্তর বঙ্গের ও পূর্ব বাংলাতেও এই আন্দোলন মারাত্মকভাবে বিস্তৃত হয়েছিল।

সাহিত্য পর্যালোচনা

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, এই আন্দোলনের তেজ অচিরেই বাংলার বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। হুগলী, বাঁকুড়া,বীরভূম সাঁওতালরা অংশগ্রহণ করে।[২] সুপ্রকাশ রায় দেখিয়েছেন যে, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের ফলে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি করে। তারা আন্দোলনে নামে। তবে তিনি দেখিয়েছেন যে, এই আন্দোলন কেবলমাত্র বাংলা, বর্ধমান ও পূর্ববঙ্গ এর জেলাগুলিতেও সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। [৩] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন ২৪ সেপ্টেম্বর স্থির হয় থানা ও সরকারী ভবনগুলির উপর আক্রমন করা হবে। এ কার্যের জন্য মহিষাদল, তমলুক, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রামে 'বিদুৎবাহিনী' গঠিত হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর যোগাযোগ বিপর্যস্ত করা হয় ও

খেজুরী দল দখল করে নেয় বিপ্লবীরা, বা সত্যাগ্রহীরা। সুতাহাটা ও পটাশপুর দখল হয় ও কিন্তু মহিষাদল, ভগবানপুর, ও তমলুক থানায় বিদ্রোহীরা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তমলুকে মিছিলের অগ্রভাগে থেকে শহীদ হলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। ৩০ শে সেপ্টেম্বর নন্দীগ্রাম থানা দখল করতে ৫ জন নিহত হয়েছিলেন মোটের উপর ১৯৪২ অক্টোবর এর মধ্যে পটাশপুর, খেজুরি ও সুতাহাটা বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়। [৪]

সুমিত সরকার লিখেছেন, "On 29 September, a well- planed simultaneous attack was launched on communications and police stations in Tamluk, Mahishadal, Sutahata and Nandigram (as well as Bhagabanpur in Contai), with massive crowds marching on the Thanas. Sutahata thana was actually captured, but else- where there was blood- bath, with 44 being killed on a single day- including Matangini Hazra, a 73 year- old poor peasent widow in Tamluk, who kept the national flag a lot even after being shot."[৫] নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ এর মতে, বাংলাদেশে এই আন্দোলন সাফল্য লাভ না করতে পারলেও এক প্রকার অভ্যুত্থান দেখা যায়। সরকার এই আন্দোলন দমন করতে কঠোর নীতি অবলম্বন করে। অনেক স্থানেই বিপ্লবীরা সহিংস উপায় অবলম্বন করেছিল। [৬]

গবেষণা উদ্দেশ্য

১. বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এই আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল তা খুঁজে বের করা।

২. কতটা অংশগ্রহণ করেছিল এই আন্দোলন তা খুঁজে বের করা।

৩. আন্দোলন কী আদৌও গান্ধিবাদী ছিল ?

৪. কতটা প্রভাব ফেলেছিল এই আন্দোলন তা খুঁজে বের করা।

গবেষণা পদ্ধতি-

বিস্তার- ভারতবর্ষে অন্যান্য স্থানের মতো এই বাংলায় যথেষ্ট বিস্তার হয়েছিল ভারতছাড়ো আন্দোলন। তবে আন্দোলন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম সাড়া ফেলেছিল। এই আন্দোলন সহিংস ছিল না অহিংস হয়ে উঠেছিল তাই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। আন্দোলন এর সময় প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ না থাকলেও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ই ছিলেন সর্বেসর্বা।

বোলপুর- ২৯ শে আগষ্ট বিপ্লবীরা বোলপুর স্টেশন আক্রমণ করে এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। পুলিশ গুলি চালালে সাতজন আহত হন। [৭] এই সংগ্রামে বীরভূমের সাঁওতালরা অংশগ্রহণ করেছিল এবং তারা তীরধনুক নিয়ে সংগ্রামে রত ছিল কয়েকজন পুলিশও আহত হয়। ১৪ ই ডিসেম্বর বিরাট জনতা জাজিগ্রাম কংগ্রেস অফিসে অবস্থিত পুলিশদলকে বিতারণ করে অফিস দখল করে। [৮]

বর্ধমান জেলা- ১৭ আগষ্ট জেলার বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালিত হয়। জনসাধারণ এর আক্রমনে কাশিয়ারা গ্রামের পোষ্ট অফিস ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কালনার সরকারী ডাক বাংলো অগ্নিসংযোগ করে জনতা। সেইসঙ্গে কালনার রেলস্টেশন এও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ১৬ ই সেপ্টেম্বর জনসাধারণ শোভাযাত্রা করে কালনার কোর্টের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করে। এছাড়াও জামালপুর পোষ্ট অফিস ভেঙে ফেলা হয় ও বহু কাগজপত্র ধ্বংস করে। [৯]

হাওড়া- হাওড়ায় বহু কলকারখানার শ্রমিকরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ও স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে টেলিগ্রাফ ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে। প্রতিবাদে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। [১০]

হুগলী- কারখানায় শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে। চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী প্রভৃতি শহরের মিউনিসিপাল কমিশনারগণ পদত্যাগ করেন। বিপ্লবীরা বিভিন্ন কুঠি ও আরামবাগের খাসমহল অফিস ইউনিয়ন বোর্ড অফিস অগ্নিদগ্ধ করে দেয়। ফলে, বহু সরকারী সম্পত্তি নষ্ট হয়। পুলিশ গুলি চালায়। [১১]

নদীয়া- কুষ্টিয়ার ছাত্রছাত্রীরা এই আন্দোলন শুরু করলেও, জনতা রাণাঘাটের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ধ্বংস করে। রেলস্টেশন, পোষ্ট অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটির সাতজন কমিশনার গ্রেফতার এর ফলে প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। রাণাঘাটে রেললাইনে কার্যরত কুলিদের বিমান থেকে গুলি করা হয়। [১২]

মেদিনীপুর জেলা- মাতঙ্গিনী হাজরার মৃত্যু ও অন্যান্য নেতৃবর্গের জনতার উৎসাহে মেদিনীপুর জেলাতে ভারতছাড়ো আন্দোলন এর নব উম্মাদনা দেখা দেয়। ১৬ই অক্টোবর প্রচন্ড ঝড় ও বন্যা সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড করে দেয়। অতঃপর তমলুক এর জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার জন্য তমলুক যুদ্ধ কাউন্সিল গঠিত হয় ১৪ ই ডিসেম্বর ১৯৪২ সালে এবং এটি পরিচিত হয় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার হিসেবে যার পরিকল্পনা নেওয়া হয় মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে। ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২ সালে, সতীশচন্দ্র সামন্ত একজন নেতা হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠন করেন এই জাতীয় সরকারের সেবকরা মাঝে মাঝে থানা ঘেরাও কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। যার নাম পরিচিত ছিল 'বিদ্যুৎ বাহিনী' হিসেবে। ২৬ শে জানুয়ারী ১৯৪৩ সালে, জাতীয় সরকার প্রতিরোধ রচনা করল সুশীলচন্দ্র ধারার নেতৃত্বে, সঙ্গে বিদ্যুৎ বাহিনীও যোগ দেয়। ঐ দিনই থানা ঘেরাও কর্মসূচী পালিত হল তমলুক, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা প্রভৃতি এলাকায়। তারা ক্রমশ স্বরাজ পঞ্চায়েত ও স্বদেশী সালিশী সভার মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তি ঘটত। পরে এই সরকার ১৯৪৪ সালের পর্যন্ত বজায় ছিল। [১৩] মে মাসে সতীশ সামন্ত বন্দী হলে অজয়বাবু হন দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক হিসেবে। মূলত সুশীল ধারার নেতৃত্বে এই সরকার এর নতুন পর্ব শুরু হয়। [১৪]

কোলকাতা- ১০ই আগষ্ট থেকেই বাংলা সরকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও তার সকল শাখা প্রশাখা বেআইনি ঘোষণা করে ১২ তারিখে স্কুল কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে রাস্তায় ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন, এই বিক্ষোভের তীব্রতা এতটাই ছিল রাস্তায় যানবাহন দাঁড়িয়ে যায় ও ট্রাম ও গাড়িগুলিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বালিগঞ্জ এর সাব পোষ্ট অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। [১৫] ১৩ আগষ্ট কোলকাতায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে, স্কুল কলেজের ছাত্ররা ওয়েলিংটন স্কোয়ার এর কাছে জড় হয়ে বিক্ষোভ জানাতে থাকে, পুলিশ জনতা খন্ডযুদ্ধ বাঁধে ও রক্তস্নান বয়ে যায়। ১৮ ই আগষ্ট অব্দি সংবাদপত্র বন্ধ থাকে। [১৬]

পূর্ববঙ্গ- ১০ই আগষ্ট ঢাকা শহরে ছাত্রগণ ধর্মঘট করে। ১৩ই আগষ্ট ঢাকার মুনসেফ কোর্ট আক্রমণ করে উত্তেজিত জনতা। ১৪ই আগষ্ট বিভিন্ন স্থানে পোষ্ট অফিসগুলি পুড়িয়ে ফেলে। এছাড়াও ফরিদপুর জেলায়, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলাতেও আগষ্ট আন্দোলন বা ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রভাব পড়ে [১৭]

দমন- ব্রিটিশ সরকার দমননীতির মাধ্যমে এই আন্দোলন কে দমিত করে। বহু জায়গায় অকথ্য নির্যাতন, বেত্রাঘাত, জেলে ঢোকানো ছিল সাধারণ ঘটনা। এছাড়াও উলঙ্গ করে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত,

আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে, এই বিদ্রোহকে দমন করে। নারীদের প্রকাশ্যে নির্যাতন, ধর্ষণ কোনো কিছুই বাদ যায়নি।

উপসংহার- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে ভারতছাড়ো আন্দোলন নানা ভাবে ত্বরান্বিত করেছিল। আন্দোলন ব্যর্থ হলেও ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে যে, বেশীদিন ভারতীয়দের দিয়ে শাসনকার্য করানো যাবেনা তার উপর বাংলায় এই আন্দোলন নব রূপে উম্মাদনা সৃষ্টি করে বাংলায় দিকে দিকে আন্দোলন যত ছড়িয়ে পড়তে থাকে ব্রিটিশ সরকারও তত ভয় পেয়ে যায়। যাইহোক আন্দোলন দমিত হলেও এর গুরুত্ব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

End Note-

১. জওহরলাল নেহেরু, Discovery of India, OUP, 1994, P - 454

২. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, From plassey to Partition; A History of Modern India, Orient, New Delhi Reprint 2014, P - 418

৩. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম (1893- 1947) কোলকাতা, 2019, P - 386

৪.অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (1885- 1947) আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, 1425 বঙ্গাব্দ P- 317

৫.সুমিত সরকার, Modern India, 1885- 1947, Pearson, 2014 Reprint, P - 342

৬. নৃপেন্দ্রনাথ সিনহা, ভারতছাড় (ভারতছাড় ও আগষ্ট বিপ্লবের পূর্ণ ইতিহাস) প্রথম খন্ড, বেঙ্গল পাবঃ, কোলকাতা, শ্রাবণ, 1353 বঙ্গাব্দ, P-97

৭. Ibid, P – 100

৮. সুপ্রকাশ রায়,Oppcitt P – 386

৯. Ibid, P – 386

১০. নৃপেন্দ্রনাথ সিনহা, Oppcitt P – 99

১১. Ibid, P – 99- 100

১২. Ibid, P – 100

১৩. Gyanendra Pandey edited, and writer Hiteshranjan Sanyal, The Quit India Movement in Medinipur District, The Indian Nation in 1942, Calcutta, 1988, P – 54- 55

১৪. অমলেশ ত্রিপাঠী Oppcitt P – 317

১৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, Struggle for Freedom, Bharatiya vidya Bhhaban, Mumbai 2003, 3rd edition, P – 667

১৬. সুপ্রকাশ রায় Oppcitt P – 378- 379

১৭. Ibid P – 387

গ্রন্থপঞ্জী বা Bibliography-

১. নেহেরু, জওহরলাল- Discovery of India, OUP, 1994

২. শেখর, বন্দোপাধ্যায়- From plassey to Partition; A History of Modern India, Orient, New Delhi, Reprint 2014

৩. রায়, সুপ্রকাশ- ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (1893- 1947) রাডিক্যাল কোলকাতা, 2019

৪. ত্রিপাঠী, অমলেশ- স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (1885- 1947), আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, 1425 বঙ্গাব্দ

৫. সরকার, সুমিত- Modern India, 1885- 1947, Pearson, 1983, Reprint 2014

৬. সিনহা, নৃপেন্দ্রনাথ- ভারতছাড় (ভারতছাড় ও আগষ্ট বিপ্লবের পূর্ণ ইতিহাস) প্রথম খন্ড, বেঙ্গল পাবঃ কোলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ

৭. Pandey, Gyanendra- The India Nation in 1942 Calcutta, 1988.

৮. Majumdar, R.C- Struggle for Freedom, Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai, 2003.